20

দৈনিক বাংলা

তারিখ ... ... 04 JUN 1997
পৃষ্ঠা : ৪ কলাম ... ৬ .....

প্রাথমিক শিক্ষক নিযুক্তি পরীক্ষা

আগামী ২০ জুন প্রাথমিক শিক্ষক পদে নিয়োগের পরীক্ষা। ৫ হাজার পদের জন্য ৩ লক্ষাধিক প্রার্থী আবেদন করেছেন বলে জানা গেছে। দেশের ৬১ জেলা সদরে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। প্রত্যেক জেলা ও মহানগরে এ পরীক্ষা পরিচালনার জন্য জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে ৬ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠিত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা গ্রহণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এই পরীক্ষার মূল্যায়ন হবে কম্পিউটারের মাধ্যমে।

দেশে প্রাথমিক শিক্ষক নিযুক্তির একটি ইতিহাস আছে। দেশ স্বাধীন হবার পর আওয়ামী লীগ সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতীয়করণ করে। প্রাথমিক শিক্ষকেরা মানুষের মত বাঁচার সুযোগ পায়। পরবর্তীকালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা একটি লোভনীয় চাকরিতে পরিণত হয়। আর এ চাকরির অবমূল্যায়ন হতে শুরু করে ১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর। পরিস্থিতি তুঙ্গে উঠে এরশাদের আমলে। তখন উপজেলা কর্তৃপক্ষকে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের দায়িত্ব দেয়া হয়। উপজেলা পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা শুরু হয়। হাজার হাজার টাকা নিয়ে শিক্ষক নিয়োগ শুরু হয়। থানা শিক্ষা অফিসার থেকে শুরু করে উপজেলার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ পর্যন্ত এ বেচাকেনায় জড়িয়ে পড়ে। তীব্র প্রতিবাদের মুখে পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তন করা হয়।

আশির দশকের শেষে এসে কম্পিউটারের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষক নিযুক্তির পদ্ধতি চালু হয়। বছরখানেক এ পদ্ধতি চালু ছিল। সাধারণ চাকরি প্রার্থীরা মনে করেছিল একটি দুর্নীতিমুক্ত পরীক্ষা পদ্ধতি চালু হয়েছে। কোন রকম দেনদরবার ছাড়াই মেধার ভিত্তিতে চাকরি পাওয়া যাবে।

কিন্তু সে প্রত্যাশাও দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়নি। ১৯৯১ সালের পট পরিবর্তনের পর পরীক্ষা পদ্ধতি আবার পরিবর্তন করা হয়। কম্পিউটারের মাধ্যমে পরীক্ষা মূল্যায়নের পদ্ধতি রাখা হলেও এবার মৌখিক পরীক্ষায় শর্ত যোগ করা হয়। অর্থাৎ শুধুমাত্র মেধার ভিত্তিতে নয়, নতুন করে দেনদরবার করে নিযুক্তির ব্যবস্থা করা হয়। এবং লক্ষ্য করা যায় যে পদ্ধতির পরিবর্তনের ফলে অনেকক্ষেত্রে অযোগ্য প্রার্থীরা আবার চাকরি পেয়েছে। বিএনপি সরকারের আমলে এ নিয়ে তীব্র বাদানুবাদ হয়। অনেক মহল থেকে এ নতুন শর্ত নিয়ে সমালোচনা হয়।

এ পরিপ্রেক্ষিতেই ২০ জুন নতুন করে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে এই চাকরিটির ব্যাপারে সকল মহল বড্ড দুর্বল। নিজের এলাকা থেকে চাকরি করা যায় বলে সকলেই এ চাকরিটির জন্য অহেতুক দেনদরবার করে। ভিটে মাটি বিক্রি করে অনেককেই সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করে। আর এর সুযোগ গ্রহণ করে সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও দফতরের একশ্রেণীর অসাধু কর্মচারী। এরা প্রার্থীদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে অর্থ উপার্জন করে। গরীব চাকরি প্রার্থীদের মধ্যে অনেকেই এ প্রক্রিয়ায় নিঃশেষ হয়ে যায়।

আমরা আশা করব, এবার এমনটি ঘটবে না। আজকে যারা ক্ষমতায় আছেন তারা শিক্ষকদের আন্দোলনের সাথে ছিলেন। তারা প্রাথমিক শিক্ষকদের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা জানেন এবং তারাও বার বার পরীক্ষা পদ্ধতি নিয়ে সমালোচনা করেছেন। প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরির পদটি যেন বেচাকেনার পণ্য হয়ে না দাঁড়ায় সে কথাও বলেছেন। তাই নিশ্চয়ই আশা করা অন্যায় হবে না যে এবারের প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা হবে ঝঞ্ঝাট এবং দুর্নীতিমুক্ত। অর্থের কৌলিন্য নয়, মেধাই হবে এ চাকরিতে নিয়োগের একমাত্র মাপকাঠি।

— আহমদ হোসেন